**পুলিশ সপ্তাহ ২০১১**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

রাজারবাগ, ঢাকা, মঙ্গলবার, ২১ পৌষ ১৪১৭, ০৪ জানুয়ারি ২০১১

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,

সংসদ সদস্যগণ,

কূটনীতিকবর্গ,

ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ,

ঊর্ধ্বতন সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাগণ,

পুলিশের সর্বস্তরের সদস্যবৃন্দ,

সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম।

পুলিশ সপ্তাহ ২০১১ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। শুভেচ্ছা জানাচ্ছি বাংলাদেশ পুলিশ এর সকল সদস্যকে।

ঐতিহাসিক রাজারবাগ পুলিশ লাইন মাঠে দাঁড়িয়ে আজ আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর বীর সদস্যদের, যাঁরা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে ১৯৭১ মহান মুক্তিযুদ্ধে অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন।

এই রাজারবাগ পুলিশ লাইন থেকেই পুলিশ বাহিনীর বাঙালি সদস্যরা ২৫শে মার্চের ভয়াল কালরাতে পাক-হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। জীবন দিয়ে তাঁরা সূচনা করেছিলেন মহান মুক্তিযুদ্ধের।

মহান মুক্তিযুদ্ধে পুলিশ বাহিনীর বীর সদস্যদের অবদান ও আত্মত্যাগ বাংলাদেশের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

পুলিশ বাহিনীর প্রিয় সদস্যবৃন্দ,

জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধান, শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ভূমিকা পালনে আপনাদের সামান্য অবহেলা সমাজ জীবনে বিশৃঙ্খলা ডেকে নিয়ে আসতে পারে।

            পৃথিবীর সব সমাজেই ভাল-মন্দ দুই ধরনের মানুষ আছে। সেজন্য ‘দুষ্টের দমন, শিষ্টের লালন'  পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের প্রধান দায়িত্ব।

জনগণের প্রয়োজনে সরকার আইন-প্রণয়ন করে। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য হিসেবে আপনাদের দায়িত্ব সেই আইনের সঠিক প্রয়োগ। আইনের সঠিক প্রয়োগ না হলে, যত ভাল আইনই হোক না কেন, তা জনগণের কোন কাজে আসবে না।

            একটি নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের কাছে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা অনেক। কিন্তু, সব কিছুর আগে প্রয়োজন শান্তিপূর্ণ পরিবেশ, এবং নিরাপদে চলাফেরা এবং জীবন-জীবিকার গ্যারান্টি। মানুষ চায় শান্তিতে ঘুমাতে এবং নিরাপদে পথ চলতে।

            নির্বাচিত সরকার হিসেবে আমরা জনগণের এই প্রত্যাশা পূরণে বদ্ধপরিকর। আমরা আইনের শাসনে বিশ্বাসী। আইন-ভঙ্গকারী সামাজিকভাবে যত শক্তিশালীই হোক না কেন, তাঁকে বুঝতে দিতে হবে আইন ভাঙলে তাকে শাস্তি পেতে হবে। এ ক্ষেত্রে কে কোন দলের, এটা বিবেচনা করা যাবে না।

কোনো ধরনের ভয়ভীতি, অনুরাগ, বিরাগের বশবর্তী না হয়ে দেশের বিদ্যমান আইন আপনাদের যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে হবে। আইনের যথাযথ প্রয়োগ হলে সমাজ থেকে অপরাধ প্রবণতা কমতে বাধ্য।

আমাদের অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কিন্তু পেশাদারিত্ব ও আন্তরিকতার মাধ্যমে এসব সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে আপনারা অনেক ভাল কাজ করতে পারেন।

অতীতে আপনারা তার প্রমাণ দিয়েছেন। দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উত্তরণ, জাতীয় ও স্থানীয় সরকার নির্বাচনে আপনাদের পেশাদারিত্ব, নিরপেক্ষ ও দায়িত্বশীল ভূমিকা সকলের নিকট প্রশংসিত হয়েছে। জঙ্গিবাদ মোকাবিলা, চরমপন্থী দমন, বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার তদন্ত এবং স্থানীয় ও আঞ্চলিক অপরাধীদের বিরুদ্ধে আপনারা অসামান্য সাফল্য দেখিয়েছেন।

আমি আশা করব, ভবিষ্যতেও আপনারা একই ধরনের মনোভাব নিয়ে যেকোন পরিস্থিতির মোকাবিলা করবেন।

পুলিশ বাহিনীর প্রিয় সদস্যবৃন্দ,

জনগণ যাতে সহজে পুলিশের সেবা পায় সেজন্য আমরা বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছি। কমিউনিটি পুলিশিং, ওপেন হাউজ-ডে, সার্ভিস ডেলিভারি সিস্টেম, ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার খোলাসহ বিভিন্ন জনমুখী কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগণ সেবা পাচ্ছেন। এ ধরনের আরও কার্যক্রম হাতে নিতে হবে।

প্রযুক্তি-নির্ভর অপরাধ মোকাবিলায় আমাদের আরও সক্ষমতা অর্জন করতে হবে। সন্ত্রাসবাদ, অস্ত্র, মাদক ও মানব পাচারের মত আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংঘবদ্ধ অপরাধের পাশাপাশি সাইবার ক্রাইম এবং মানিলন্ডারিং এর মত অপরাধ প্রতিরোধে পুলিশকে আরও সচেষ্ট হতে হবে।

অপরাধীদের শনাক্তকরণ এবং ইনটেলিজেন্স সংগ্রহের জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে। হাইটেক ক্রাইম প্রতিরোধ, সাক্ষ্য সংগ্রহ, তথ্য সংরক্ষণের জন্য সম্ভব সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

যে কোন দেশের পুলিশের সাফল্য নির্ভর করে জনগণের আস্থা অর্জনের উপর। দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী হিসেবে আপনাদের পেশাগত দক্ষতা, নিরপেক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সঙ্গে জনগণের প্রতি আচরণও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মনে রাখতে হবে, আপনাদের কাছে বিপদগ্রস্ত মানুষ আসে সাহায্যের প্রত্যাশায়। সেবাপ্রত্যাশী মানুষ যাতে হয়রানি বা কোন দুর্ভোগের শিকার না হয়, তা আপনাদের নিশ্চিত করতে হবে।

পুলিশ বাহিনীর প্রিয় সদস্যবৃন্দ,

পুলিশের নানাবিধ সমস্যা সমাধানে আমরা অত্যন্ত আন্তরিক। আমরা ইতোমধ্যে কনস্টেবলদের টাইম স্কেলের জটিলতা নিরসন করেছি। জননিরাপত্তাকে গুরুত্ব দিয়ে পুলিশের আরও ৩২ হাজার ক্যাডার এবং নন-ক্যাডার পদ সৃষ্টির নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

ইতোমধ্যে ১৫ হাজার ১৭০ জনবলের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। ক্যাডার পদসহ অবশিষ্ট পদসমূহ সৃষ্টির কার্যক্রম চলছে। মহিলা পুলিশের সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হয়েছে।

ইতোমধ্যে শিল্পাঞ্চলের আইন শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ এবং বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির জন্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ গঠন করা হয়েছে।

ট্রাফিক বিভাগে কর্মরত পুলিশ সদস্যদের ৩০% ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। এসবি, সিআইডিসহ সকল ইউনিটকে বিশেষ ভাতা প্রদানের বিষয়টি সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে।

এছাড়াও পুলিশের বিদ্যমান পোষাক ভাতা সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনেও দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। আমরা অন্যান্য বিশেষায়িত পুলিশ ইউনিট চালু করার ক্ষেত্রে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছি। ট্যুরিস্ট পুলিশ, মেরিন পুলিশ, সিকিউরিটি ও প্রটেকশান ব্যাটালিয়ন এবং জঙ্গী দমনে পুলিশ ব্যুরো অব কাউন্টার টেরোরিজম গঠনের বিষয়টি সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে।

সুধিমন্ডলী,

মামলার তদন্তের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে আমরা পুলিশ সদস্যদের নিয়ে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও প্রযুক্তি-নির্ভর তদন্ত ইউনিট গঠনের পরিকল্পনা নিয়েছি।

এ তদন্ত ইউনিটের সদস্যগণ দেশের সকল গুরুত্বপূর্ণ ও চাঞ্চল্যকর মামলার তদন্ত সম্পন্ন করবেন। প্রতি জেলায় একজন অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে এ ইউনিটের পুলিশ সদস্যগণ দায়িত্ব পালন করবেন। তাঁদেরকে আধুনিক তদন্ত কৌশলের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

আগামী এক বছরের মধ্যে এ তদন্ত ইউনিট তাদের দায়িত্ব পালন শুরু করতে পারবে বলে আশা করছি।

গত ক'বছর ধরে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে পুলিশ সদস্য পাঠানোর দিক থেকে বাংলাদেশ শীর্ষে অবস্থান করছে। শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে ‘‘বাংলাদেশ মহিলা আর্মড পুলিশ ইউনিট'' বিশ্বের দ্বিতীয় দেশ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের গত অধিবেশনে এদেশের পুলিশ ও সেনাবাহিনী থেকে অধিক সংখ্যক অফিসার নীতি নির্ধারণী পদগুলোতে নিয়োগের জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে প্রস্তাব করেছি।

গত ২২ বছর ধরে আপনারা পৃথিবীর ১৮টি দেশে যেভাবে মানুষের আস্থা, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জন করেছেন তা প্রশংসনীয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে এ গৌরব আপনাদেরকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষায় যে সব পুলিশ সদস্য সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ স্বীকার করেছেন, আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁদের স্মরণ করছি।

সুধিবৃন্দ,

            বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যখনই সরকার পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছে তখনই জনগণের ভাগ্যোন্নয়নে কাজ করেছে।

১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আমরা খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছিলাম। ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগের পরিবেশ অত্যন্ত অনুকূল ছিল। মূল্যস্ফীতি ছিল ১.৯ শতাংশ। বিদ্যুৎ উৎপাদন ১৬০০ মেগাওয়াট থেকে ৪৩০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করেছিলাম। শিক্ষার হার শতকরা ৬৫ শতাংশে পৌঁছেছিল। গ্রামীণ মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে ১৮ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছিলাম।

            ২০০৯ সালে আমরা যখন দায়িত্ব গ্রহণ করি তখন প্রতিটি ক্ষেত্রে বিপর্যয়কর অবস্থা ছিল। খাদ্য উৎপাদনে ছিল বিপুল ঘাটতি। বিদ্যুৎ উৎপাদন নেমে এসেছিল ৩৩০০ মেগাওয়াটে। মূল্যস্ফীতি ছিল ১১ শতাংশের উপরে। বিদেশে বাংলাদেশ পরিচিতি পেয়েছিল সন্ত্রাসবাদ-জঙ্গীবাদের দেশ হিসেবে। গত দুই বছর ধরে আমরা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছি এ অবস্থা কাটিয়ে উঠার।

সকলের মতামতের ভিত্তিতে একটি বিজ্ঞানভিত্তিক যুগোপযোগী শিক্ষানীতি গ্রহণ করা হয়েছে। কৃষি উৎপাদন বাড়াতে সারের দাম ৩-দফা কমানো হয়েছে। কৃষকদের মধ্যে ১ কোটি ৮২ লাখ কৃষিকার্ড বিতরণ করা হয়েছে। ১০ টাকা দিয়ে ব্যাংক একাউন্ট খোলার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আমরা ১০ হাজারের বেশি কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করেছি। সাড়ে ৪ হাজার নতুন চিকিৎসক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

            বিদ্যুৎ পরিস্থিতির উন্নয়নে আমরা অতিদ্রুত, স্বল্প, মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। ইতোমধ্যে ১০২২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে যুক্ত হয়েছে। ৩০টি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। আরও ১০টি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের কার্যাদেশ দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

            রাজধানীর যানজট নিরসনে আমরা বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। গুলিস্তান-যাত্রাবাড়ি ফ্লাইওভার-এর নির্মাণ কাজ চলছে। এয়ারপোর্ট, যাত্রাবাড়ী, কুতুবখালী ২৬ কিলোমিটার এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণ কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক চার লেনে রূপান্তরের কাজ চলছে। ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক চার লেনে রূপান্তরের কাজও শুরু হবে। পদ্মা সেতুর মূল নির্মাণ কাজ মার্চ মাসে শুরু হবে, ইনশাআল্লাহ।

আমাদের অন্যতম প্রধান নির্বাচনী অঙ্গীকার যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার কাজ সমাপ্ত করা। ইতোমধ্যে এ বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এ কাজে কোন মহল যেন আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাতে না পারে সে দিকে আপনাদেরকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

প্রিয় পুলিশ ভাই-বোনেরা,

পুলিশ সার্ভিসের যে সকল সদস্য তাঁদের কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ পুলিশ পদক ও রাষ্ট্রপতির পুলিশ পদক পাওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

দায়িত্ব পালনকালে যে সকল পুলিশ সদস্য জীবন উৎসর্গ করেছেন তাঁদের আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। তাঁদের পরিবারের সদস্যদের প্রতি সহমর্মিতা জানাচ্ছি।

সকলের সহযোগিতায় ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। আমরা এমন একটি বাংলাদেশ গড়তে চাই যেখানে প্রতিটি মানুষের থাকবে মৌলিক চাহিদা পূরণের নিশ্চয়তা। যেখানে থাকবে না দারিদ্র্য, ক্ষুধা আর নিরক্ষরতার অভিশাপ। ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য আমরা একটি সুখী, সমৃদ্ধশালী দেশ রেখে যেতে চাই।

আমি বাংলাদেশ পুলিশের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করে পুলিশ সপ্তাহ ২০১১ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

বাংলাদেশ পুলিশ সফল হোক।

.....